দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫

সব বন্দরের সর্বস্তরে অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান ঢাকা চেম্বারের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে সংগঠিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), সেই সঙ্গে দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরসহ অন্য বন্দরসমূহের সব স্তরে অগ্নিনিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপর জোরারোপ করছে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ।

যাত্রীসেবার পাশাপাশি পণ্য আমদানি-রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য দেশের ব্যবসায়ী সমাজ এ বিমানবন্দরটি অধিকহারে ব্যবহার করে থাকেন, তাই এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্থানীয় ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের নিকট পণ্য পরিবহনে অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তার বিষয়টি, দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করে, ঢাকা চেম্বার সভাপতি। সেই সঙ্গে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা উদ্যোক্তাদের আস্থা ও ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরো সংকটে ফেলবে।

সাপ্তাহিক ছুটিতে গত শুক্র ও শনিবার বিমানবন্দরের কার্গো খালাস প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায়, আমদানি-রপ্তানির জন্য কার্গো ভিলেজে অপেক্ষমাণ পণ্যে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই। ঢাকা চেম্বার সভাপতি মনে করেন, দেশের ব্যাবসায়িক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে, বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ছুটির দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, শনিবারের অগিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে ডিসিসিআই সভাপতি।

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
Since 1958

বণিক বার্তা

সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫

বিমানবন্দরের সকল স্তরে অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান ডিসিসিআই'র

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্থানীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তারা অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তায় ভুগবেন। যা বৈশ্বিক বাণিজ্য ও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সেইসঙ্গে দেশের সব বিমানবন্দরে সর্বস্তরের অগ্নি নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপের আহ্বান জানিয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ।

রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে ডিসিসিআই জানায়, যাত্রী সেবার পাশাপাশি পণ্য আমদানি-রফতানির জন্য ব্যবসায়ীরা এ বিমানবন্দরটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন। তাই এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্থানীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তারা অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তায় ভুগবেন। যা বৈশ্বিক বাণিজ্য ও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা উদ্যোক্তাদের আস্থা ও ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরো সংকটে ফেলবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, অগ্নিকাণ্ডের ফলে কার্গো ভিলেজে অপেক্ষামান পণ্যে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই। ঢাকা চেম্বার সভাপতি মনে করেন, দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে, বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ছুটির দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি।

আমার বার্তা

সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫

শাহজালাল বিমানবন্দরে কার্গো ভিলেজে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ডিসিসিআই'র উদ্বেগ

বিমানবন্দরের সকল স্তরে অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে গতকালকের (১৮ অক্টোবর) সংগঠিত অগ্নিকান্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), সেই সাথে দেশের প্রধান এই বিমানবন্দর সহ অন্যান্য বন্দরসমূহের সকল স্তরে অগ্নি নিরাপত্তা সহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর জোরারোপ করছে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ।

যাত্রী সেবার পাশাপাশি পণ্য আমদানি-রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য দেশের ব্যবসায়ী সমাজ এ বিমানবন্দরটি অধিকহারে ব্যবহার করে থাকেন, তাই এ ধরনের অগ্নিকান্ডের ফলে স্থানীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের নিকট পণ্য পরিবহনে অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তার বিষয়টি, দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করে, ঢাকা চেম্বার সভাপতি। সেই সাথে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনা উদ্যোক্তাদের আস্থা ও ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরো সংকটে ফেলবে।

সাপ্তাহিক ছুটিতে গত শুক্র ও শনিবার বিমানবন্দরের কার্গো খালাস প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায়, আমদানি-রপ্তানির জন্য কার্গো ভিলেজে অপেক্ষামান পণ্যে অগ্নিকান্ডের ফলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই। ঢাকা চেম্বার সভাপতি মনে করেন, দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে, বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ছুটির দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, গতকালকের অগিকান্ডের ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই সভাপতি।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫

ক্ষতিপূরণ ও অগ্নিনিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণে অনুরোধ করেছে ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)। গতকাল রবিবার এফবিসিসিআইয়ের গণসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এফবিসিসিআই তাদের বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য সমবেদনা জানিয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে। একই সঙ্গে বিমানবন্দরের সর্বস্তরে অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের এই সংগঠন।

একই দিনে শাহজালাল বিমানবন্দরে কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)।

শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড

- বিমানবন্দরে অগ্নিনিরাপত্তা জোরদারের দাবি ঢাকা চেম্বারের
- ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে অনুরোধ এফবিসিসিআইয়ের

দায়িত্বশীল দেশ রূপান্তর দৈনিক

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদের পাঠানো এক প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়, 'সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ঢাকা চেম্বার। সেই সঙ্গে দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরসহ অন্য বন্দরগুলোর সর্বস্তরে অগ্নিনিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপর জোরারোপ করা হয়েছে।'

ডিসিসিআই বলছে, যাত্রীসেবার পাশাপাশি পণ্য আমদানি-রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য দেশের ব্যবসায়ী সমাজ এই বিমানবন্দরটি অধিকহারে ব্যবহার করে থাকে। তাই এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্থানীয় এবং বিদেশি উদ্যোক্তাদের কাছে পণ্য পরিবহনে অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তার বিষয়টি দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা উদ্যোক্তাদের আস্থা ও ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরও সংকটে ফেলবে।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, সাপ্তাহিক ছুটিতে গত শুক্র ও শনিবার বিমানবন্দরের কার্গো খালাস প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় আমদানি-রপ্তানির জন্য কার্গো ভিলেজে অপেক্ষমাণ পণ্যে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই। দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে, বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ছুটির দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

The Daily Shomoyer Alo
সময়ের আলো
সত্য প্রকাশে অপোসহীন
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫

কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড

ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আহ্বান এফবিসিসিআই ও ডিসিসিআইর

নিজস্ব প্রতিবেদক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। রোববার এক বিবৃতিতে এফবিসিসিআই এই আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে বহু আমদানি-রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান ক্ষতির মুখে পড়েছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সরকার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে বলে এফবিসিসিআই আশা প্রকাশ করছে।

ডিসিসিআইর উদ্বেগ : এদিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। রোববার এক বিবৃতিতে ডিসিসিআই এই উদ্বেগ জানায়। বিবৃতিতে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরসহ অন্য বন্দরগুলোর সব স্তরে অগ্নিনিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, যাত্রীসেবার পাশাপাশি পণ্য আমদানি-রফতানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য দেশের ব্যবসায়ী সমাজ এ বিমানবন্দর অধিকহারে ব্যবহার করে থাকে, তাই এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্থানীয় ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের কাছে পণ্য পরিবহনে অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তায় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা উদ্যোক্তাদের আস্থা ও ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরও সংকটে ফেলবে। তাসকীন আহমেদ বলেন, সাপ্তাহিক ছুটিতে গত শুক্র ও শনিবার বিমানবন্দরের কার্গো খালাস প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় আমদানি-রফতানির জন্য কার্গো ভিলেজে অপেক্ষমাণ পণ্যে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই। দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ছুটির দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। অগিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি।

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে
সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫

বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান ডিসিসিআইয়ের

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সেই সাথে দেশের সব বিমানবন্দরে সর্বস্তরের অগ্নি নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করার আহ্বান জানিয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ।

রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে ডিসিসিআই জানায়, যাত্রী সেবার পাশাপাশি পণ্য আমদানি-রফতানির জন্য ব্যবসায়ীরা এ বিমানবন্দরটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন। তাই এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্থানীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তারা অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তায় ভুগবেন।
যা বৈশ্বিক বাণিজ্য ও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা উদ্যোক্তাদের আস্থা ও ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরো সংকটে ফেলবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, আমদানি-রপ্তানির জন্য কার্গো ভিলেজে অপেক্ষামান পণ্যে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই।

ঢাকা চেম্বার সভাপতি মনে করেন, দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে, বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ছুটির দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি।

কালের কণ্ঠ
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫

বিপজ্জনক পণ্যে বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুন

- হ্যাঙ্গার-কাস্টমস গুদামও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে
- ২৫ বছরের পুরনো দুর্বল অগ্নিনির্বাপণী ব্যবস্থা
- আধুনিকায়নের দাবি উপেক্ষিত, বড় বিপর্যয়ের শঙ্কা

মাসুদ রুমী ▷

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে শনিবারের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডটি বিমানবন্দরের 'সিস্টেমিক' অব্যবস্থাপনা, আধুনিকায়নে চরম অনীহা এবং ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু ব্যবস্থাপনায় চূড়ান্ত ব্যর্থতার একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যে আগুনে পুড়ে ছাই হলো শত শত কোটি টাকার আমদানি পণ্য, সেই একই ধরনের বা তার চেয়েও বড় বিপর্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে সচল রয়েছে বিমানবন্দরের কাস্টমস গুদাম ও হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্স।

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কার্গো ভিলেজের এই আগুন একটি 'ওয়েক-আপ কল'। কেননা, কাস্টমসের গুদামে নিয়মবহির্ভূতভাবে ফেলে রাখা হয়েছে বিপুল পরিমাণ নিলাম অযোগ্য দাহ্য রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য। অন্যদিকে উড়োজাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্সেও নেই অগ্নি দুর্ঘটনারোধে আন্তর্জাতিক মানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। এই অগ্নিকাণ্ড বিশ্বব্যাপী কার্গো ব্যবস্থাপনায় অগ্নি নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে আলোচনা সৃষ্টি করেছে। আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় ঢাকার কার্গো টার্মিনালে অগ্নি নিরাপত্তাব্যবস্থায় যে পর্বতপ্রমাণ ঘাটতি রয়েছে, তা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শনিবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে দুপর সোয়া ২টায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় বিমান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ৭ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তৈরি পোশাক শিল্পমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএসহ ব্যবসায়ী নেতারা কয়েক বছর ধরেই কার্গো ভিলেজের আধুনিকায়ন ও অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সেই দাবি পূরণ করতে না পারায় এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল বলে মনে করছেন তাঁরা।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (অপারেশন ও মেনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, 'শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে যদি ডিটেকশন ও প্রটেকশন সিস্টেম থাকত, তাহলে এত বড় দুর্ঘটনা হতো না। এমন কোনো ব্যবস্থা আমরা পাইনি। ভবিষ্যতে এখানে এ ধরনের সিস্টেম স্থাপন করা জরুরি।'

আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচ্যাম) সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অত্যন্ত সংবেদনশীল এই স্থানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা স্থাপনে কেউই সঠিক মনোযোগ দেয়নি। গুদামব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দুর্বল ও হাতে-কলমে পরিচালিত। কাস্টম ছাড়পত্র প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রতার কারণে পণ্য জমতে থাকে, আর সীমিত স্থানের এই সংকট আরো তীব্র হয়। বিপজ্জনক পণ্যের গুদাম আলাদা এবং অধিক সুরক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। এই ঘটনায় শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়, দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হয়েছে।'

কার্গো ভিলেজে আগুন লেগে পুরো আমদানি কার্গো এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনায় বেবিচকের অবহেলা রয়েছে বলে মনে করছেন তৈরি পোশাক শিল্পমালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। গতকাল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'বিমানবন্দরের নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ-ব্যবস্থা থাকার কথা। সিভিল এভিয়েশনের কি এই পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না? যদি না থাকে, তাহলে এর পেছনে দায়ী কারা, সেটা সরকারের খুঁজে বের করা দরকার। এর ফলে দেশের ব্যবসায়ীদের হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতির পাশাপাশি বহির্বিশ্বে ইমেজ ক্রাইসিস হবে। এ ধরনের একটি কী পয়েন্ট ইনস্টলেশনে (কেপিআই) কিভাবে এত বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে? এটি আমাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা কতটা নাজুক অবস্থায় রয়েছে, সেটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।'

পলিসি এক্সচেঞ্জ অফ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাশরুর রিয়াজ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমদানি কার্গো শেডে যে ভয়াবহ আগ্নিকাণ্ড ঘটল তার কারণে আমাদনি করে আনা বিপুল পরিমাণ পণ্যের প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ঘটনায় আমাদের লজিস্টিক দুর্বলতা আবারও প্রকাশ পেল। এর প্রভাব পড়বে অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজারে। প্রয়োজনীয় স্যাম্পল, যন্ত্রাংশ পুড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যাহত করবে। বিমানবন্দর ও লজিস্টিকসের নিরাপত্তা দুটিই বিশ্বজুড়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

নিট পোশাক মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি মো. ফজলুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের পণ্য কতটা বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে থাকে তা বিদেশে যাওয়ার সময়ে আমরা প্লেনে চড়েই দেখতে পাই। এত বড় অগ্নিকাণ্ড আমাদের কার্গো ব্যবস্থাপনায় কতটা দুর্দশাগ্রস্ত তা প্রকাশ পেল। আমরা দীর্ঘদিন থেকে দাবি জানিয়ে আসছি এটির সুবিধার উন্নয়ন করার জন্য। আমরা উদ্বিগ্ন, এখানে যে ব্যবসার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি হলো তা বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। একটা ছোট এক হাজার ডলারের লেবেলের জন্যও এক মিলিয়ন ডলারের শিপমেন্ট বাতিল হয়ে যেতে পারে। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের বিশ্বের সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে যেতে হবে।'

ঝুঁকির শীর্ষে কাস্টমস গুদাম ও হ্যাঙ্গার : শনিবারের অগ্নিকাণ্ডে দেশের প্রধান বিমানবন্দরটির যে নাজুক দশা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে ব্যবসায়ী ও এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা আরো বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিমানবন্দরের কাস্টমস হাউসের ভেতরের গুদামগুলো এখন নিলাম-অযোগ্য ও বাজেয়াপ্ত করা পণ্যের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ দাহ্য রাসায়নিক, পারফিউম, বডি স্প্রে, স্পিরিট এবং বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক জাতীয় 'বিপজ্জনক পণ্য' (ডেঞ্জারাস গুডস)।

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, এ ধরনের পণ্য বিশেষায়িত গুদামে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় এবং সাধারণ পণ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখতে হয়। কিন্তু শাহজালালের কাস্টমস গুদামে সাধারণ পণ্যের সঙ্গেই এসব দাহ্য পদার্থ ফেলে রাখা হয়েছে বছরের পর বছর। এখানে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তা কার্গো ভিলেজের আগুনের চেয়েও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে এবং এর বিস্ফোরণে পুরো বিমানবন্দর এলাকা কেঁপে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা, বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্সে যেকোনো সময় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে অচল পড়ে আছে পুরো অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা। ছয়টি ফায়ার পাম্প, ফোম লাইন ও ধোঁয়া শনাক্তকরণ যন্ত্র সচল না থাকায় কোটি কোটি টাকার বিমান, যন্ত্রাংশ ও শতাধিক কর্মীর জীবন ঝুঁকিতে পড়ে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী সচল ফায়ার সিস্টেম বাধ্যতামূলক হলেও বছরের পর বছর তা উপেক্ষিত রয়েছে।

পঁচিশ বছরের পুরনো দুর্বল অগ্নিনির্বাপণী ব্যবস্থা নিয়ে চলছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইসসের হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্স। অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা সক্রিয় না থাকায় হঠাৎ আগুন লাগলে তাৎক্ষণিক তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোকাবেলার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমন প্রেক্ষাপটে বিমানের হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্স অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি ভয়াবহ রকমের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিমানের এক কর্মকর্তা বলেন, 'হঠাৎ কোনো অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলে আগুন নেভানোর জন্য কোনো বিকল্প নেই। বিপুলসংখ্যক কর্মী প্রতিদিন এখানে কাজ করেন। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য জরুরি ভিত্তিতে এগুলো মেরামত করা দরকার।'

এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, 'হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্সে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আর কেমিক্যাল মজুদ থাকে। এসব জায়গায় একটিও ফায়ার পাম্প সচল না থাকা বা ধোঁয়া সেন্সর যন্ত্রের ত্রুটি ভয়াবহ অগ্নিঝুঁকি তৈরি করে, যা সেখানকার কর্মীদের জীবন ও কোটি কোটি টাকার সম্পদকেও ঝুঁকির মুখে ফেলবে।'

উপেক্ষিত ছিল ব্যবসায়ীদের আধুনিকায়নের দাবি : বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সিংহদ্বার এই কার্গো ভিলেজ। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্বপূর্ণ পণ্য এই ভিলেজ দিয়েই বিদেশে যায়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই এর ব্যবস্থাপনা, ধীরগতি এবং নিরাপত্তার অভাব নিয়ে অভিযোগ করে আসছিলেন ব্যবসায়ীরা।

বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ সূত্রে জানা যায়, তারা কার্গো ভিলেজকে সম্পূর্ণ আধুনিকায়নের জন্য বেবিচককে একাধিকবার চিঠি দিয়েছে। তাদের দাবিগুলো বাস্তবায়িত হলে এই বিপর্যয় এড়ানো যেত বলে মনে করছেন তাঁরা। প্রধান দাবিগুলোর মধ্যে ছিল পুরো কার্গো কমপ্লেক্সে স্বয়ংক্রিয় স্মোক ডিটেক্টর (ধোঁয়া শনাক্তকারী) এবং ফোম বা গ্যাসভিত্তিক অগ্নি নির্বাপণব্যবস্থা স্থাপন করা, যা আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করবে। সাধারণ পণ্য, পচনশীল পণ্য (পারিশেবল) এবং বিপজ্জনক পণ্যের (ডেঞ্জারাস গুডস) জন্য সম্পূর্ণ আলাদা, নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার গুদাম নির্মাণ করা। এই দাবিটি মানা হলে কার্গো ভিলেজে কেমিক্যালের সঙ্গে সাধারণ পণ্য থাকত না, যা শনিবারের আগুনকে ভয়াবহ রূপ দিয়েছে। পণ্যের জট কমাতে এবং দ্রুত স্ক্যানিংয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় সর্টিং ও হ্যান্ডলিং সিস্টেম চালু করা। পণ্যের জট এবং অব্যবস্থাপনা অগ্নিঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। পণ্যের ধরন অনুযায়ী আধুনিক ইডিএস (এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম) স্ক্যানার বসানো।

ঢাকার কার্গো ভিলেজে ঘাটতি : বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, এই আন্তর্জাতিক মডেলগুলোর বিপরীতে শাহজালালের কার্গো ভিলেজে এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ছিটেফোঁটাও ছিল না। ঢাকার কার্গো ভিলেজে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বেশ কিছু মৌলিক ঘাটতি রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অটোমেশনের অভাব : প্রথমত, অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেমের সম্পূর্ণ অভাব।

ভুল নির্বাপণব্যবস্থা : দ্বিতীয়ত, রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য উপযুক্ত ফোমভিত্তিক অগ্নি নিরাপত্তাব্যবস্থার অনুপস্থিতি। কেমিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল আগুনে পানি দিলে তা হিতে বিপরীত হয়। তৃতীয়ত, পর্যাপ্তসংখ্যক ফায়ার হাইড্রেন্ট ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অভাব ছিল। এ ছাড়া কার্গো ভিলেজে বিদ্যুতের তারের অনিয়মিত বিন্যাস, ত্রুটিপূর্ণ ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম এবং অত্যধিক পরিমাণে পণ্য মজুদকরণ অগ্নিনিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির পর্যাপ্ত প্রবেশ পথ না থাকা এবং পানির উৎসের অসুবিধাও অগ্নি নিয়ন্ত্রণে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করেছে।

ঢাকা কাস্টমস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, বিমানবন্দর এলাকার অগ্নি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা অবকাঠামোর পুনর্মূল্যায়ন ও আধুনিকায়ন জরুরি।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫

শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ডিসিসিআই'র উদ্বেগ

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ১৮ অক্টোবর সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

সেই সাথে দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরসহ অন্যান্য বন্দরসমূহের সকল স্তরে অগ্নি নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ।

যাত্রী সেবার পাশাপাশি পণ্য আমদানি-রফতানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য দেশের ব্যবসায়ী সমাজ এ বিমানবন্দরটি অধিকহারে ব্যবহার করে থাকেন, তাই এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্থানীয় ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের নিকট পণ্য পরিবহনে অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তার বিষয়টি, দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি। সেই সাথে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা উদ্যোক্তাদের আস্থা ও ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরও সংকটে ফেলবে।

সাপ্তাহিক ছুটিতে শুক্র ও শনিবার বিমানবন্দরের কার্গো খালাস প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় আমদানি-রফতানির জন্য কার্গো ভিলেজে অপেক্ষমান পণ্যে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই।

ঢাকা চেম্বার সভাপতি মনে করেন, দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে, বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ছুটির দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, ১৮ অক্টোবরের অগিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই সভাপতি।

The Financial Express
MONDAY, 20 OCTOBER 2025

FIREFIGHTERS ON ALERT AS FUMES CONTINUE AFTER BLAZE DOUSED

Storing valuable imports sans fire detection-protection system alleged

Equipment of RNPP among huge import cargos charred in HSIA cargo-village fire, initial findings reveal

- Delayed fire-service response blamed for worsening fire severity
- Most goods stored were chemicals, fuelling fire spread
- Thousands of CNF workers' livelihoods could be at risk for now
- Extra flight fees to be waived for three days: Adviser
- Assessment underway to determine damage in terms of both economic value and physical weight, says Bashir

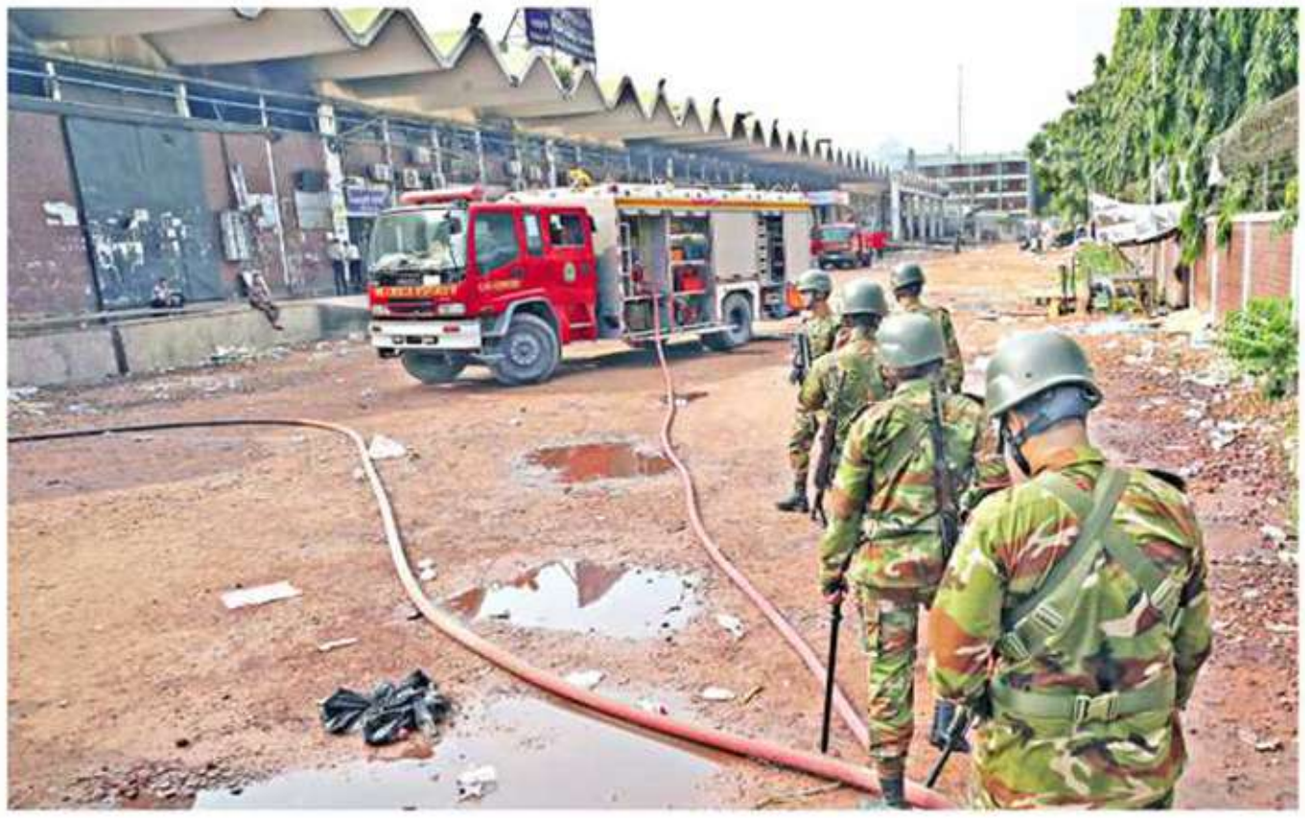

Members of the Bangladesh Army along with firefighters were engaged even on Sunday morning in extinguishing the fire which broke out at the cargo section of Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka on Saturday. — FE Photo

FE REPORT

Storing huge imports that include combustible chemicals in Dhaka airport's cargo section sans effective fire-detection-and protection systems is what caused Saturday's devastating blaze, according to a fireman.

Several counts of equipment of Rooppur Nuclear Power Plant were among the import cargos-worth millions dollars-got charred in the Hazrat Shahjalal International Airport (HSIA) Cargo Village fire, initial findings reveal, as official and business-level stocktaking continues.

Lieutenant Col Mohammad Tajul Islam Chowdhury, director (operations and maintenance) of Fire Service and Civil Defence, said if there had been an "active or passive detection and protection system" at the cargo village of Hazrat Shahjalal International Airport, such a major accident would not have occurred.

"We found no such system there. It is essential to install these systems in the future," he said.

A fire-detection and-protection system is a network of devices that detects a fire, alerts occupants, and suppresses the fire to limit damage and ensure safety.

He made these remarks during the closing briefing of the Fire Service's operations in front of Gate No. 8 of the airport at 5:00 pm on Sunday.

Mr Chowdhury said the fire was fully extinguished by 4:55pm on the day. A total of 37 units from 13 fire stations, the army, navy, air force and BGB personnel worked to bring the fire under control.

The Fire Service received the information at 2:14pm Saturday and immediately reached the spot to begin operations, he stated.

Mr Chowdhury said the fire had originated in the customs-house section of the cargo village. The building was divided into several small compartments and contained a large amount of combustible and hazardous materials inside.

"As a result, the occupancy load was very high and it took time to extinguish the fire," he noted.

And the building was made of a steel structure-a cause of the tamed fire simmer and spewing fumes so long.

"These metal parts absorb heat from the fire and are still releasing it slowly. That's why smoke is still visible from outside, but there is no flame or risk of reignition. Four units of the Fire Service will remain on alert as long as smoke is visible," he said.

Referring to eyewitness comments that the Fire Service had delayed in responding, Tajul Islam Chowdhury said, "We reached the spot on time. There was no obstacle or delay from anywhere. The airport's own fire team and our Fire Service worked separately, and nothing irregular took place under our supervision."

Meanwhile, Commerce and Civil Aviation Adviser of the interim government Sk Bashir Uddin said they were assessing the extent of damage, in terms of both economic value and physical weight, in the fire that gutted the HSIA cargo village mainly stuffed with imports.

During a media briefing on the Import Cargo Village premises, he said, "The goods stored in the import-cargo area were destroyed in the fire. Efforts are underway to assess the extent of the damage in terms of both economic value and physical weight. Additionally, sector-wise losses are also being calculated."

The Adviser further said the government issued notification to ease the sufferings of the air passengers, and all types of tariffs were waived for all the non-scheduled additional flights arriving and departing over the next three days.

Bashir Uddin confirmed that 21 flights were diverted or cancelled during the disruption and food, accommodation, and other services were arranged for stranded passengers, though some backlogs may remain.

Meanwhile, Inamul Haq Khan, senior vice-president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), in a separate briefing, told the reporters that they were also assessing the extent of damage. They have issued letters to the members seeking lists of their goods damaged in the cargo village.

They have requested the authority to allot space in the new import-cargo village of the third terminal to store imported goods, he said, adding that the government also requested the importers to release their goods within 36 hours of arrival. And special tariff would be offered for them if they release their goods on Saturday and Friday.

Several counts of electrical equipment brought for the Rooppur Nuclear Power Plant were burnt in the massive fire. The equipment was supposed to be unloaded from the Cargo Village Sunday.

Electrical equipment was brought from Russia for the Rooppur Nuclear Power Plant. A company called Mamata Trading Company works as a C&F for unloading imported goods at the airport.

Mamata Trading's Customs Sarkar Biplob Hossain in front of the airport's Cargo Village said about 18 tonnes of electrical equipment arrived from Russia in seven shipments six days ago.

Biplob Hossain said for the release of these goods, an NOC or no-objection certificate has to be obtained from the Atomic Energy Commission. Due to the delay in obtaining that NOC, the goods could not be released until last Thursday. They were supposed to be released on Sunday, but, in the meantime, these goods were charred.

Meanwhile, president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Taskeen Ahmed expressed grave concern over the fire incident. He said through a high-power investigating team the reason behind this "catastrophe should be brought out in front of all".

He notes that ports are very important for trade and economy and, therefore, "it is a must to take effective measures to improve fire safety and fire-fighting capacity especially in these very important locations".

Meanwhile, clearing and forwarding (C&F) agents and freight-forwarding companies blamed the Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB) and Biman Bangladesh Airlines, acting as ground-handler, for the devastating fire having swept through the airport import-cargo village.

According to the agents, firefighters were initially barred from getting in the affected area under the pretext of safety concerns, and only allowed access after one to one and a half hours, which contributed to the severity of the blaze.

Mofizul Islam, an official from a freight-forwarding company operating at HSIA, said, "Poor management of CAAB and Biman is responsible for this devastating fire. They have their own firefighting system, and a total of 37 units from the Fire Service and Civil Defence also joined the effort. So why did they still fail to control the fire?"

He added: the incident highlights a lack of adequate fire-safety system at the airport.

MR Khan Rajib, executive director of JF Enterprise, an authorised C&F agent, deplored that fire- service personnel were kept at bay for over an hour on security grounds, allowing the fire to spread further. Rashedul Hasan, another C & F agent, made similar claims.

Dhaka Customs Agents Association (DCAA) also criticised the delayed response of the CAAB and the Fire Service, saying that it caused severe damage to imported goods.

Munni_fe@yahoo.com
sajibur@gmail.com and bikashju@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS

MONDAY • 20 OCTOBER 2025

DCCI urges fire safety at all levels of ports

President of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Taskeen Ahmed today (Sunday) urged the authorities concerned to implement effective measures to improve fire safety and overall security at all levels of Hazrat Shahjalal International Airport (HSIA), as well as at other ports.

“I have expressed grave concern over the fire incident that occurred at the Cargo Village of Hazrat Shahjalal International Airport. A high-powered investigating team should determine the reasons behind this catastrophe and present the findings publicly,” he said, BSS reports.

He noted that ports are vital for the country’s trade and economy Therefore, it is essential to take effective measures to enhance fire safety and firefighting capacity, especially in these critical facilities.

Taskeen Ahmed pointed out that apart from passenger services, HSIA, the principal airport of the country, is predominantly used by the business community for international trade, import, and export activities.

He also observed that such unexpected incidents might undermine entrepreneurs’ confidence and disrupt business operations.

As cargo handling activities at the airport remained closed during the weekend (Friday and Saturday), relevant stakeholders expressed concern that the extent of the damage could be substantial.

Under these circumstances, the DCCI President urged that the extent of damage to the awaited goods at the Cargo Village caused by the fire should be determined as soon as possible.

He also called on the concerned authorities to ensure prompt compensation for affected entrepreneurs.

Taskeen Ahmed further urged the government to consider keeping cargo handling operational even during weekends to maintain smooth business operations.

the daily observer
We stand for people's rights
MONDAY, 20 OCTOBER 2025

DCCI calls for stronger fire safety measures at ports

Business Correspondent

President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Taskeen Ahmed has expressed grave concern over the fire incident occurred at the Cargo Village of Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka on Sunday.

He said the government has formed a high powered committee to investigate the reason behind this catastrophe, it should be brought to light to public.

He said ports are very important for trade and economy; therefore, it is a must to take effective measures to improve fire safety and fire-fighting capacity must be improved in all ports - air ports and sea ports especially in the very important locations.

Taskeen Ahmed pointed out that, apart from passenger services, this major airport is predominantly used by the business community for international trade, import and export activities.

Such unexpected fire incidents may create a sense of insecurity or uncertainty among the local and foreign entrepreneurs regarding cargo transport which could negatively impact Bangladesh's image in global trade and threaten the stability of the overall economy.

He also observed that such unexpected incidents might further undermine the entrepreneurs' confidence and disrupt business operations.

As the cargo handling activities at the airport remained closed during the weekend (Friday and Saturday), relevant stakeholders expressed concern that the extent of the damage might be disastrous.

DCCI President urged that the extent of damage of the goods in waiting at the cargo village caused by the blazing should be determined as soon as possible.

He urged the concerned authorities to ensure prompt compensation to the affected entrepreneurs.

Taskeen Ahmed also urged the government to consider keeping cargo handling process operational even during the weekends to keep the country's business operations functioning.

TRUE & IMPARTIAL
daily sun
MONDAY, 20 OCTOBER 2025

Airport blaze reveals safety void

Qazi Shamim Hasan, *Dhaka*

Saturday's catastrophic fire at the Cargo Village of Hazrat Shahjalal International Airport (HSIA) in Dhaka has exposed severe lapses in fire safety systems, with authorities confirming there were no fire detection or protection measures in place.

The blaze that raged through steel compartments storing imported goods and, according BGMEA estimate, may have destroyed cargo worth nearly $1 billion, raising questions about oversight at one of Bangladesh's most critical trade hubs.

Lt Col Mohammad Tajul Islam Chowdhury, director (operations and maintenance) at the Fire Service and Civil Defence, said on Sunday that the facility lacked even the most basic fire safety infrastructure.

"There was no fire detection or protection system inside. If such systems had been in place, this accident might not have happened," he told reporters at the scene at around 5pm.

The fire, which broke out in the cargo village on Saturday afternoon, was completely extinguished at 4:55pm on Sunday. However, four fire service units remained on standby due to lingering smoke.

Tajul Islam explained that the building's narrow interior and the presence of numerous steel compartments significantly hampered firefighting operations.

"The steel structures absorbed massive amounts of heat. Our teams had to cut through these compartments to get inside, which is why it took a long time to bring the fire fully under control," Tajul Islam said.

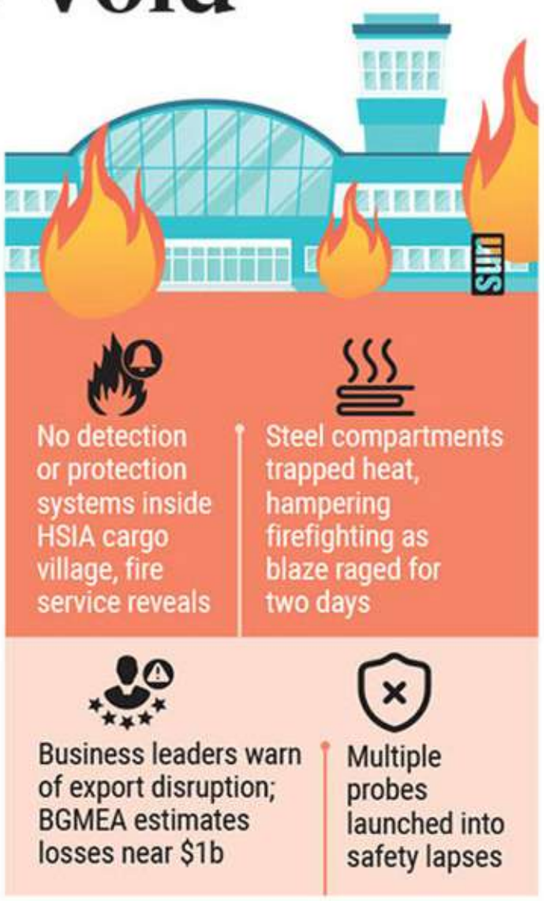

The intense heat over two days caused cracks to appear in the walls and columns of the warehouse. An investigation is under way to determine the cause of the blaze.

Claims of delayed response disputed

Shortly after the fire broke out, Dhaka Customs Agents Association President Md Mizanur Rahman alleged that the situation could have been contained earlier if firefighting units from the Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB), stationed inside the airport, had acted promptly.

He also claimed that external fire service vehicles were denied entry for up to one and a half hours, allowing the flames to spread from the courier section to chemical storage and then to the dangerous goods section.

"When the fire service vehicles arrived from surrounding stations, they were not given permission for a long time. By the time they entered, the fire had engulfed the entire warehouse," Rahman alleged.

The fire service strongly denied the claim. "We could start as soon as we reached the spot. There were no obstructions," said Tajul Islam.

Sk Bashir Uddin, adviser to the ministries of commerce, textile and jute, and civil aviation and tourism, also dismissed the allegation.

"The claim that the fire service was held up is not true. Those involved in firefighting inside the airport began working within 30 seconds of the incident," he told reporters after arriving at the scene at 1:30pm on Sunday.

Economic blow feared

The economic impact of the fire is expected to be devastating.

Inamul Haq Khan, senior vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), estimated that the losses could approach $1 billion.

"This accident has severely damaged the country's export trade, especially the garment industry," Inamul said during a visit to the site on Sunday.

"High-value goods and urgent shipments are usually sent by air. The fire has destroyed garments prepared for export, valuable raw materials, and most critically, samples that are essential for winning future business."

BGMEA has launched an online portal to collect information from affected factories and asked its members to submit lists of damaged goods.

"Every day, 200 to 250 factories export their products by air. The scale of the damage is enormous. We are coordinating with the airport authorities, the civil aviation ministry, customs and other bodies to compile data," he said.

Govt response and passenger measures

SkBashir Uddin said the government had instructed officials to minimise disruptions for passengers.

All costs for non-scheduled additional flights over the next three days have been waived, and accommodation and meals have been arranged for passengers affected by cancellations.

An investigation committee has been formed to probe the incident.

"All allegations will be taken into consideration. The committee will speak to intelligence agencies and all relevant parties to uncover what happened before and after the fire," the adviser said.

Cargo operations have not been suspended entirely.

"Commercial cargo also arrived on Saturday night. In the interest of supporting trade, an alternative space in the third terminal area has been made available so that cargo transport can continue," Bashir added.

The government is also reviewing how affected businesses can be supported through insurance coverage and airport mechanisms.

Business community raises alarm

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) expressed serious concern over the fire, calling for swift investigation and urgent improvements to fire safety measures at critical economic hubs.

"Ports are vital for trade and the economy. Effective steps must be taken to improve fire safety and firefighting capacity, especially at key locations like the airport," said DCCI President Taskeen Ahmed in a statement.

He warned that incidents like this could create insecurity among local and foreign entrepreneurs and damage Bangladesh's image in global trade.

Ahmed urged the authorities to determine the full extent of the damage and ensure prompt compensation to affected businesses.

He also called on the government to consider keeping cargo handling operations open at weekends to ensure smooth trade flows, as the incident occurred when activities were paused over Friday and Saturday.

He stressed that uninterrupted cargo operations are critical to maintaining business confidence.

"Unexpected incidents like this undermine entrepreneurs' confidence and disrupt operations," he said, adding that medical support must be ensured for those injured in the fire.

Multiple probes launched

In response to the disaster, the government has formed a 12-member high-level committee headed by the senior secretary of the Ministry of Home Affairs to investigate the fire and recommend preventive measures.

The committee has been asked to submit its findings within three weeks.

Its recommendations will be discussed at the Inter-ministerial Disaster Management Coordination Committee meeting scheduled for 5 November.

Disaster Management and Relief Adviser Faruk-e-Azam (Bir Pratik), who chaired Sunday's emergency inter-ministerial meeting, told reporters that the investigation would involve several ministries, including civil aviation, home affairs and local government.

Separately, Biman Bangladesh Airlines has constituted a seven-member committee led by its chief of flight safety to probe the incident.

The team includes representatives from the civil aviation ministry, corporate safety and quality, engineering, security, cargo, and insurance departments.

They have been tasked with determining the cause, assessing the damage, identifying responsible parties and recommending measures to prevent future incidents.

A report is due within five working days.

The Internal Resources Division (IRD) of the Finance Ministry has also set up a five-member committee to assess the financial losses.

Led by IRD Joint Secretary Mohammad Mahbubur Rahman Patwary, the committee includes senior officials from the National Board of Revenue and Dhaka Customs House.

It will submit a comprehensive damage assessment to the government "as soon as possible".

The reporter can be reached at: qazishamimhasan@gmail.com

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইন ঠিকানা

সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫

কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ডিসিসিআই’র উদ্বেগ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

রোববার (১৯ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে ডিসিসিআই এই উদ্বেগ জানায়।

বিবৃতিতে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরসহ অন্যান্য বন্দরসমূহের সব স্তরে অগ্নিনিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

তিনি বলেন, যাত্রীসেবার পাশাপাশি পণ্য আমদানি-রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য দেশের ব্যবসায়ী সমাজ এ বিমানবন্দর অধিকহারে ব্যবহার করে থাকেন, তাই এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্থানীয় ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের নিকট পণ্য পরিবহনে অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তায় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা উদ্যোক্তাদের আস্থা ও ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরও সংকটে ফেলবে।

তাসকীন আহমেদ বলেন, সাপ্তাহিক ছুটিতে গত শুক্র ও শনিবার বিমানবন্দরের কার্গো খালাস প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় আমদানি-রপ্তানির জন্য কার্গো ভিলেজে অপেক্ষমাণ পণ্যে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই। দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ছুটির দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

অগিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি।

The New Nation
MONDAY, 20 OCTOBER 2025

Fires, strikes, unrest shake business confidence

Entrepreneurs fear economic instability as repeated crises hit factories, ports, and airport

[illegible]

A wave of fires, labour unrest, and transport strikes has rattled Bangladesh's business community, with entrepreneurs warning that confidence is collapsing amid mounting economic pressures.

[illegible]

> *Taskeen Ahmed, president of the DCCI, warned that continued unrest could hurt overall economic stability.*

[illegible]

The situation seems to be turning hostile for businesses

"The situation seems to be turning hostile for businesses," said [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Calls for calm and investigation

[illegible] president of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI), called the situation "very concerning." [illegible]

Taskeen Ahmed, president of the DCCI, told The New Nation that continued unrest could hurt overall economic stability. [illegible]

SonaliNews.com
সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫

কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ডিসিসিআই'র উদ্বেগ

ঢাকা: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। রোববার (১৯ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে ডিসিসিআই এই উদ্বেগ জানায়।

বিবৃতিতে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরসহ অন্যান্য বন্দরসমূহের সব স্তরে অগ্নিনিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

তিনি বলেন, যাত্রীসেবার পাশাপাশি পণ্য আমদানি-রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য দেশের ব্যবসায়ী সমাজ এ বিমানবন্দর অধিকহারে ব্যবহার করে থাকেন, তাই এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্থানীয় ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের নিকট পণ্য পরিবহনে অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তায় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা উদ্যোক্তাদের আস্থা ও ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরও সংকটে ফেলবে।

তাসকীন আহমেদ বলেন, সাপ্তাহিক ছুটিতে গত শুক্র ও শনিবার বিমানবন্দরের কার্গো খালাস প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় আমদানি-রপ্তানির জন্য কার্গো ভিলেজে অপেক্ষমাণ পণ্যে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছে ডিসিসিআই। দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ছুটির দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

অগিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি।

BSS NEWS
Online portal of Bangladesh Sangbad Sangstha
Monday
20 October, 2025

DCCI urges fire safety at all levels of ports

DHAKA, Oct 19, 2025 (BSS) – President of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Taskeen Ahmed today urged the authorities concerned to implement effective measures to improve fire safety and overall security at all levels of Hazrat Shahjalal International Airport (HSIA), as well as at other ports.

"I have expressed grave concern over the fire incident that occurred at the Cargo Village of Hazrat Shahjalal International Airport. A high-powered investigating team should determine the reasons behind this catastrophe and present the findings publicly," he said in a statement issued today.

He noted that ports are vital for the country's trade and economy. Therefore, it is essential to take effective measures to enhance fire safety and firefighting capacity, especially in these critical facilities.

Taskeen Ahmed pointed out that apart from passenger services, HSIA, the principal airport of the country, is predominantly used by the business community for international trade, import, and export activities.

He also observed that such unexpected incidents might undermine entrepreneurs' confidence and disrupt business operations.

As cargo handling activities at the airport remained closed during the weekend (Friday and Saturday), relevant stakeholders expressed concern that the extent of the damage could be substantial.

Under these circumstances, the DCCI President urged that the extent of damage to the awaited goods at the Cargo Village caused by the fire should be determined as soon as possible.

He also called on the concerned authorities to ensure prompt compensation for affected entrepreneurs.

Taskeen Ahmed further urged the government to consider keeping cargo handling operational even during weekends to maintain smooth business operations.

He also emphasized ensuring necessary medical treatment for victims of the fire incident and wished them a speedy recovery.

বিএসএস নিউজ
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার অনলাইন পোর্টাল
সোমবার
২০ অক্টোবর ২০২৫, ৫ কার্তিক ১৪৩২

বন্দরগুলোর সকল স্তরে অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান ঢাকা চেম্বারের

ঢাকা, ১৯ নভেম্বর, ২০২৫ (বাসস) : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দেশের অন্যান্য বন্দরগুলোর সকল স্তরে অগ্নি-নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর জোরারোপ করছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ।

তিনি বলেন, 'গতকাল ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ঘটে যাওয়া অগ্নিকান্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি।'

ঢাকা চেম্বার সভাপতি বলেন, যাত্রী সেবার পাশাপাশি পণ্য আমদানি-রপ্তানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য দেশের ব্যবসায়ী সমাজ এ বিমানবন্দরটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। তাই এ ধরনের অগ্নিকান্ডের ফলে স্থানীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের নিকট পণ্য পরিবহনে অনিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সাথে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনা উদ্যোক্তাদের আস্থা ও ব্যবসা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরো সংকটে ফেলবে।

সাপ্তাহিক ছুটিতে গত শুক্র ও শনিবার বিমানবন্দরের কার্গো খালাস প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় আমদানি-রপ্তানির জন্য কার্গো ভিলেজে অপেক্ষামান পণ্যে অগ্নিকান্ডের ফলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্বারণ করা প্রয়োজন এবং এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দ্রুত নিশ্চিতের আহ্বান জানান ডিসিসিআই সভাপতি।

ঢাকা চেম্বার সভাপতি বলেন, দেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া ছুটির দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

গতকালকের অগ্নিকান্ডের ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি।

UNB
UNITED NEWS OF BANGLADESH
Monday, October 20, 2025

DCCI voices deep concern over HSIA cargo village fire

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has expressed deep concern over the fire that broke out at the cargo village of Hazrat Shahjalal International Airport (HSIA) on Saturday.

In a statement on Sunday, DCCI President Taskeen Ahmed urged the authorities concerned to conduct a high-powered investigation to determine the exact cause of the blaze.

He said ports and airports are vital for trade and the economy, stressing the need for effective measures to strengthen fire safety and firefighting capacity at such critical points.

Taskeen said that HSIA is extensively used by the business community for import and export activities alongside passenger services.

He cautioned that such unexpected incidents could create insecurity among local and foreign entrepreneurs, harm Bangladesh's global trade image and threaten overall economic stability.

The DCCI chief cautioned that the fire could shake business confidence and disrupt trade operations.

He called on the authorities to promptly assess the extent of losses and ensure fair compensation for affected businesspersons.

Taskeen also urged the government to consider keeping cargo operations active during weekends to ensure smooth business continuity.

He emphasised the importance of providing medical treatment to the injured and wished them a speedy recovery.